সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি

সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২০তম ব্যাচের এক দশক পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে
বৃত্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড আয়োজিত পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারিখ ঃ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, ৪ জুন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ, শনিবার
স্থান ঃ অডিটোরিয়াম, ডাক ভবন, জিপিও, ঢাকা ১০০০

সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ

[সাধারণ সম্পাদক বিদেশে থাকার কারণে কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক সংকলিত ও উপস্থাপিত]

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি
ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২০তম ব্যাচের এক দশক পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বৃত্ত কর্তৃক আয়োজিত এ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সভাপতি, আমাদের প্রিয় সহকর্মী এবং নবগঠিত বৃত্ত সমবায় সমিতির সম্মানিত সভাপতি জনাব এএফএম আমীর হোসেন, উপস্থিত বৃত্তের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মনিত সদস্যবৃন্দ, বৃত্তের সম্মানিত সাধারণ সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২০তম ব্যাচের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ এবং যাঁরা শুনছেন– আস্‌সালামু আলাইকুম & a very good-day.

সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ!

নবগঠিত বৃত্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত ঢাকার জিপিও-র এই হলরুমে সমবেত হওয়ার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বৃত্ত আয়োজিত এ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগতম। গ্রহণ করুন বৃত্তের রক্তিম অভিনন্দন। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বৃত্তের সদস্য হওয়ার বা রেজিস্ট্রেশনের জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের রেজিস্ট্রেশনভুক্তির বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্মতি দিয়েছেন।

প্রিয় বিসিএস ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তাগণ!

এবার আমরা সমিতি গঠনের শানে-নূজুল বা পটভূমির দিকে নজর দিব। আমরা, বিসিএস ২০তম ব্যাচের কতিপয় কর্মকর্তা, গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে পরস্পর রবাহূতভাবে ঢাকার ফার্মগেইটস্থ খামারবাড়িতে একটি ইফতার পার্টিতে, ৩৪ জন কর্মকর্তা, একত্রিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা করি। অতঃপর দুই হাজার দশ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পনেরো তারিখে ‘বৃত্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড’ সংক্ষেপে ‘বৃত্ত’ গঠন করি। এ সমিতির

মূলনীতি হল 'সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি' আর শ্লোগান হল 'ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল'। উল্লেখ্য, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭০ [সত্তর] জন।

আমরা, বৃত্ত বহুমূখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সাধারণ সদস্যগণ, সেপ্টেম্বর মাসের বাইশ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম সাধারণ সভায় মোট নয়জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে, প্রতিষ্ঠাকালীন অত্যাবশ্যকীয় কার্য সম্পাদনের জন্য, একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ বা কার্যসম্পাদন দল গঠন করি। আমরা এ ওয়ার্কিং গ্রুপকে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সমিতির গঠনতন্ত্র রচনা/প্রণয়ন, সমিতির নিবন্ধন কার্য সম্পাদন এবং প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত কার্যসমূহ সম্পাদন কাল পর্যন্ত বৃত্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সকল কার্য পরিচালনার দায়িত্বার্পণ করি।

এই ওয়ার্কিং গ্রুপ অনেক দিন ধরে কাজ করে সমিতির রেজিস্ট্রেশনের জন্য কাগজ-পত্র দাখিল করেন। রেজিস্ট্রেশনের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে, নয় সদস্যের পরিবর্তে বার সদস্যবিশিষ্ট্য একটি গ্রুপ করতে হয়। ফলে তিনটি ক্যাডার থেকে তিনজন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিধি মোতাবেক ঐ গ্রুপের নাম দেয়া হয়– অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি। এখন এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি-ই সমিতির সকল কার্য করে যাচ্ছেন।

সমবেত প্রজাতন্ত্রের ক্যাডার কর্মকর্তাগণ!

কেন বৃত্ত গঠনের এ প্রয়াস? কেনইবা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের পতাকা তলে, আমাদের একত্রিত হওয়ার এত দূরন্ত তাগিদ? কেন সবার মুখে একই শ্লোগান– 'আর দেরি নয়'। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন হৃদয় থেকে উত্থিত, এই এক ও অভিন্ন কেনসমূহের উত্তর– আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি ঃ আমরা সবাই প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা। আমরা প্রত্যেকে চাই– আমার, আমার সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গের নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ভবিষ্যত– যা নিশ্চিত করা এককভাবে যত কঠিন, যৌথভাবে তত সহজ। নিরাপদ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ একটি সমন্বিত কাজ। ঝুঁকিহীনতা, সফলতা, নিরাপত্তাবোধ ও সর্বজনীনতার বিবেচনায় সমন্বিত কাজ যেরূপ হয়, একক বা ব্যক্তিক কাজ সাধারণত সেরূপ হয় না। আবার আমাদের অনেকের পক্ষে এককভাবে এরূপ কাজ করা সম্ভবও নয়। তাই আমরা সমষ্টিগতভাবে একটি সংঘ, সংগঠন বা সমিতি গঠন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করি।

সমিতি প্রধানত দুটি কাজ করবে। প্রথমত আমাদের সকলকে একত্রিত করবে। যেহেতু একত্রিত হওয়া যৌথ বা সমন্বিত কাজ করার পূর্বশর্ত। দ্বিতীয়ত সমিতি একটি মজবুত আইনগত ভিত্তি তথা প্লাটফর্ম রচনা করবে। আইনগত ভিত্তি যেমন সমিতিকে নিরাপত্তা প্রদান করবে, তেমনি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস; যা আমাদেরকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করবে।

সম্মানিত উপস্থিতি!

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, গত ৫ মার্চ ২০১১ তারিখ এখানে অর্থাৎ জিপিও-তে আমরা তৃতীয় বারের মত সমিতির সাধারণ সভায় মিলিত হই। সেখানে আমরা সমিতির নামকরণসহ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত করি। এর ধারাবাহিকতায় গত ২৫ এপ্রিল ২০১১ তারিখ ঢাকার আগারগাঁওস্থ সমবায় অধিদপ্তরে বৃত্তের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়া হয়। সমিতির পক্ষে থেকে

আমি আনন্দের সাথে, আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছি যে, আমরা ইতোমধ্যে "বৃত্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" এর রেজিস্ট্রেশন কার্য সমাপ্ত হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের কপি আমরা হাতে পেয়েছি। এত অল্প সময়ে বহুমুখী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি কিছুটা দূরুহ-ই ছিল। এখন শিগগিরই আমরা বিনিয়োগে হাত দিব, ইনশাল্লাহ। যা আমাদের বহু দিনের সুখ স্বপ্ন। উল্লেখ্য, সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে কমিটির সদস্য জনাব **তোফায়েল আহম্মদ** আপনাদের নাতিদীর্ঘ ধারণা দিবেন। ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের পর থেকে এই গ্রুপ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত বৈঠকের মাধ্যমে সমিতির কাজকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসেন। সমবেত জনতার পক্ষ থেকে আমি ওয়ার্কিং গ্রুপকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সমবায় আইনের শর্ত মোতাবেক সমিতির নামে একটি অস্থায়ী কার্যালয়ের ঠিকানা দরকার ছিল। শর্ত পূরণ করতে, সমিতির ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য জনাব **মোঃ সাইফুল ইসলাম** [মুন্না] ভাই নিজের বাড়ি লিখে দেন [একশত পঞ্চাশ টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে] অসংকোচে।

সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ!
এবার আমি অর্থ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের আর্থিক হিসাব বিবরণী পেশ করছি। অর্থ সম্পাদক হিসেবে। এ হিসেব **৩১ মে ২০১১** পর্যন্ত।

- সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ঃ ৭০ জন;
- আমানত বা চাঁদার হার ঃ ৳৫০০/- মাত্র [মাসিক] ।
- সর্ব সাকুল্যে সঞ্চয় [আমানত/চাঁদা+রেজিঃ ফি+অগ্রিম+জরিমানা] ঃ ৳১,৫৭,০০০/- মাত্র।
- মোট খরচ ঃ ৳৫,০০০/- + ৳২,৭৮২ = ৳৭,৭৮২/-;
- মোট খরচ ঃ ৳১০,৫০০/-;
- ব্যাংক মোট জমা ঃ ৳(১,৫৭,০০০ − ১০,৫০০) = ৳১,৪৬,৫০০/-।

উপস্থিত সভ্যগণ!

এখনও যাঁরা সদস্যভুক্তির আবেদন করেন নি, তাঁদের অনুরোধ করবো শিগগির আবেদন করার জন্য। এখনও আমরা সদস্যভুক্তির জন্য উৎসাহিত করছি। সে সময় আর বেশি দূরে নয়, যখন আমরা সদস্যভুক্তিকে নিরুৎসাহিত করবো অথবা সদস্যভুক্তিকরণ বন্ধ করে দিব।

সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ!
নবগঠিত বৃত্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, এখানে সমবেত হওয়ার জন্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সমিতির পক্ষ থেকে, আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের অব্যহত সহযোগিতা বৃত্তের পাথেয়। ব্যবস্থাপনা কমিটি আশা করেন যে, বৃত্তের সম্মানীত সদস্যগণ নিজ দায়িত্বে বৃত্ত গঠনের উদ্যোগকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বৃত্ত প্রত্যাশা করেন যে, বৃত্তের লক্ষ-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আপনারা অবতীর্ণ হবেন বৃত্তের কাণ্ডারীর ভূমিকায়। আপনারা ভাল থাকুন। আপনারা সুন্দর, সুস্থ্য ও নিরাপদ থাকুন অনাগত দিনগুলোতে– এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।
আল্লাহ হাফেজ।
পাঠের সময় ঃ ১০-১২ মিনিট।